গাংনীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মৎস্য ডক্টরের উদ্যোগে ৪শ’ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান।

এ সময় উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রীতম চৌধুরী, ক্ষেত্র সহকারী খন্দকার এজাজ হোসেন, জামালউদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বস্তাভর্তি ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দাখিল মাদ্রাসার সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বামুন্দি ক্যাম পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে বামুন্দি ক্যাম্পের এএসআই ইলিয়াস

হোসেন পরিত্যক্ত অবস্থায় বস্তাভর্তি ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

বামুন্দি ক্যাম পুলিশের এসআই ইলিয়াস হোসেন জানান, সকালে স্থানীয়দের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে একটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। বস্তা তল্লাশি করে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে গাংনী থানায় জমা দেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে বস্তাভর্তি ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশ ১৪০ বোতল ফেনসিডিল গাংনী থানায় জমা দিয়েছেন।

গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর -২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহা:সাহিদুজ্জামান খোকন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নিজ বাসভবনে উপজেলার ৪০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবায়দুর রহমান।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজার সঞ্চালনায় সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দানেছূর রহমান, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নবীন পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান মুক্তি সহ ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে কর্মদক্ষতা শীর্ষক সেমিনার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইসতেহার অনুযায়ি প্রতি উপজেলা হতে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার জন দক্ষ কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মুজিবনগরে দক্ষতা ও সচেতন শীর্ষক প্রচার, প্রেস ব্রিফিং ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে দিনব্যাপী এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তুষার কান্তি পাল।

এ সময় অন্যদের মধ্য উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান বায়েজীদ, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দিনব্যাপী সেমিনারে ব্রিফিং দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার।

উক্ত সেমিনারে উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউপি সদস্যগন, শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিকরা অংশ নেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের জন্য সরবরাহকৃত খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগী সাধারণ। ঠিকাদারদের দেয়া খাবারের মান যাচাই ও ওজন পরিমাপ করার নিয়ম থাকলেও সেটি করা হচ্ছে না। খাবারের মান ও ওজন দেখে না নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন স্বাস্থ কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সাদিয়া সুলতানা।

জানা গেছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাঝে মধ্যে রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি মুরগী ও পচা সিলভার কার্প মাছ সরবরাহ করা হয়। নিয়মানুযায়ি আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার খাবারের মান যাচাই ও ওজন ঠিকভাবে দেখে নিবেন। কিন্তু আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার তা করেন না। বাবুর্চির দেয়া তথ্য নোট করে নেন। আবার কতটুকু খাবার দেয়া হচ্ছে তা ঠিক পরিমাপ করা হয় না। ঠিকাদার যা বলেন সেটাই লিপিবদ্ধ করে বিল দেয়া হয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন রোগি জানান, যে খাবার দেয়া হয় তা গরীব মানুষেরা নিজ বাড়িতেও খান না। বাধ্য হয়ে অনেক রোগী বাড়ি কিংবা বাইরে থেকে খাবার কিনে আনেন।

বাবুর্চি লাইলী জানান, তিনি ঠিকাদারদের কাছ থেকে যা পান তা আরএমও সাহেবকে মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেন। কতজন রোগীর খাবার বা কতটুকু তা ওজন দেখেন না তিনি।

এদিকে কতজন রোগী ভর্তি থাকেন আর কতজনকে কি খাবার দেয়া হবে সে বিষয়ে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, কোন অফিশিয়াল তথ্য নিতে হলে তথ্য আইনে ফরম পুরুণ করে নিতে হবে। খাবারের মান যাচাই সম্পর্কে তিনি জানান, প্রতিদিন খাবার দেখে মেপে নেয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই তাই বাবুর্চির দেয়া তথ্য ঠিকভাবে ধরে নেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, করোনার কারণে হাসপাতালে যাওয়া হয়নি। বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যস্ত ছিলাম। এখন

গিয়ে সব দেখা হবে। কোন অনিয়ম প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

মেহেরপুর-২ গাংনীর সাংসদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন জানান, সঙ্গত কারণেই খোঁজ খবর নেয়া হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে আবারো মা মেয়ের আমরণ অনশন

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভায় চাকুরি পেতে প্রদানকৃত ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবীতে আবারো আমরণ অনশনে বসেছেন মা ও মেয়ে । সোমবার বিকেল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেন তাঁরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, তিন বছর আগে গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামেরর শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী মৌমিতা খাতুর পলি পৌরসভায় হিসাব রক্ষণ সহকারি পদে চাকরি পেতে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মেয়র একটি মামলায় জেল হাজতে থাকায় তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার ব্যাংক একাউন্টে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন মৌমিতার স্বামী মোমিন। টাকা প্রদান করার ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মৌমিতার চাকরি স্থায়ী করণ করেনি মেয়র আশরাফুল ইসলাম। উপরন্ত মৌমিতার পদে মোটা অংকের টাকা নিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে চাকরি দেন।

পরে মৌমিতা টাকা ফেরত চাইলে আজকাল করে নানা অজু হাতে ঘুরাতে থাকে মেয়র। ব্যাংক জমাকৃত টাকার ব্যাংক রশিদ নিয়ে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান মৌমিতা ও তার পরিবার। অবশষে কুলকিনারা হারিয়ে গত ২৩ আগস্ট অনশনে বসেন মৌমিতা ও তার মা। দিন শেষে গাংনী থানার ওসি বিচারের প্রতিশ্রুত দিয়ে পরের দিন থানায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ ও গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর

রহমান স্থানীয় শালিশের ব্যবস্থা করেও তা অমীমাংসিত অবস্থায় শালিশ শেষ হয়।

এ সময় ঐদিন মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতার স্বামীর মোমিনের হাতে টাকা ফেরত দোবার কথা বল্লেও মোমিন টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন আমি কোনো টাকা পয়সা মেয়রের নিকট থেকে নিইনি এবং কোথাও স্বাক্ষর করিনি। মৌমিতা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন মহলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। টাকা না ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমরণ অনশন করবেন বলে জানান মৌমিতা।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারন করা হয় ১৫ লাখ টাকা। জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন, চাকরির জন্য নয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েগেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের যাওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা।

মেহেরপুরের সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা

নেই ড্রাইভিং লাইসেন্স। নেই সড়কে চলাচলের সংকেত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। তারপরও শত শত কিশোর মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, লক্কর-ঝক্কর মাইক্রোবাসের চালকের আসনে নিয়মিত ড্রাইভার। এসব অনভিজ্ঞ কিশোর চালকের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘিরে সড়কে ঘুরছে নিজেদেও ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনচাকা।

প্রশাসনের তেমন নজরদারি না থাকায় দিন দিন সড়কে অনভিজ্ঞ

লাইসেন্সহীন কিশোর চালকদের মটরসাইকেল ও ইজিবাইকের হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। কখনও প্রয়োজনের তাগিদে আবার কখনও শখের বসে লোকাল সড়ক থেকে প্রধান সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। এর ফলে ছোট খাটো দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে।

মেহেরপুর জেলা অটো ইজিবাইক মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ি জেলায় প্রায় ৮ হাজারের মত অটো চলাচল করে। সমিতির আওতাভুক্ত ১৮শ মত। এদের ভিতর অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সের ড্রাইভার। সরকারিভাবে এইসব অটো চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট মেহেরপুর শহরে প্রায় ২ হাজার অটো চলাচল করে। যাদের বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ ড্রাইভার। ট্রাফিক আইন সম্পর্কে নেই নুন্যতম ধারণা।

এছাড়াও মোটরসাইকেল নিয়ে সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা। গ্রাম থেকে শহর সবখানেই তাদের বিচরণ। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়ি করছে সচেতন মহল। ছেলের আবদার পূরণের জন্য অপ্রাপ্ত বয়সেই তুলে দিচ্ছে গাড়ির চাবি। মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের দাবি, কিশোর চালকরা এ ধরণে যানবাহনে চালকের আসনে বসে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়েই চলাচল করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, থ্রিহুইলার, মাইক্রোবাসের শিক্ষানবিশ ড্রাইভার, মোটরসাইকেল, এ ধরণের ৪০ ভাগ যানবাহনের স্টিয়ারিং হাতে নিয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোররা।
ইজিবাইক ও অটোর বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন বলেন, শহরে ইজিবাইকের সুষ্ঠ চলাচলের বিষয়ে আমরা ক্যাম্পেইন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লোকবল সংকট ও করোনার প্রাদুর্ভাবে এটা দেখভাল করা সম্ভব হয়নি। শহরে চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ইজিবাইককে পৌরসভা কতৃক অনুমোদন দেওয়া হবে। অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে এনআইডি কার্ড দেখা হবে। যাতে করে অপ্রাপ্ত বয়সের কেউ যাতে অনুমোদন না পাই সেদিকে খেয়াল রাখা যায়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পরিদর্শক জাহাঙ্গির কবির বলেন, প্রধানসড়কে অবৈধ যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি।

এরপরও অপ্রাপ্ত বয়সের চালকরা সড়কে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলছে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সে গাড়ি চালাতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের নিরুৎসাহিত করি, অনেক সময় মামলা দিয়েও এই ধরণের কর্মকাণ্ড বন্ধ

করার চেষ্টা করি। সর্বপরি মহাসড়কে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের দিয়ে গাড়ি চলাচল ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া ও অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর কাথুলী সিমান্তে ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা ভারতীয় মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে।

সোমবার ভোরের দিকে কাথুলী বিজিবির টহল টহল দল পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ বোতল মদ ও ৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

কাথুলী সীমান্ত ক্যাম্পের সুবেদার সুবোধ কুমার পালেরের নেতৃত্বে সীমান্ত ক্যাম্পের সদস্যরা টহল শেষে ফেরার পথে কাথুলী মাঠের মধ্যে থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

গাংনীতে ভুয়া কবিরাজের ১ মাসের জেল ও জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে সাজিদ রহমান নামের এক ভুয়া কবিরাজকে এক মাসের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) অভিযান পরিচালনা করেন।

দন্ডিত ভুয়া কবিরাজ সাজিদ রহমান (২৪) নাটোর জেলার,লালপুর থানার ইসলামপুর গ্রামের মাজদার রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের শশুর বকুলের বাড়িতে থেকে দীর্ঘদিন ধরে কবিরাজি ব্যাবসা চালিয়ে আসছেন সাজিদ রহমান। বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত দালাল চক্রের মাধ্যমে রোগী সংগ্রহ করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিতেন তিনি।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে কবিরাজ সাজিদ রহমানের কাছে চিকিৎসা সম্পর্কিত কাগজপত্র না থাকায় বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী আইন লঙ্ঘন অপরাধে এক মাসের কারাদন্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

মেহেরপুরে আওয়ামীলীগ নেতা মধু’র মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মাহবুবর রহমান মধু ইন্তেকাল করেছেন। তিনি আজ রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে মারা যান। মাহবুবুর রহমান মধু দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন দুরাগ্যে রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি র স্ত্রী ৪ পুত্র ৩ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে। রবিবার বাদ আসর মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদে জানাজা শেষে শহরের পুরাতন কবরস্থানে দাফন করা হবে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমানের মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়াও ছোট চাচার মৃত্যুতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল ,জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ও জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট খন্দকার একরামুল হক হীরা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন প্রকাশ করেছেন।

মেপ্র   /এমএফআর